# ইউনিট ৬

## যুক্তিবাক্য (Proposition)

**ভূমিকা:** যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল যুক্তি। যে কোন যুক্তি দুই বা ততোধিক যুক্তিবাক্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সে হিসাবে যুক্তিবাক্য হল যুক্তির অবয়ব। যুক্তিবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে উদ্দেশ্য পদ ও বিধেয় পদ হিসাবে দু'ধরনের পদ পাওয়া যায়। কাজেই যুক্তিবাক্যকে পদ ও অনুমান- এ দু'দিক থেকে বিচার করলে এর স্বরূপ সঠিকভাবে ফুটে উঠে। যুক্তিবিদ্যায় বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করে যুক্তিবাক্যসমূহকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। সাধারণত: গঠন, গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধ, নিশ্চয়তা ও তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যগুলোকে ভাগ করা হয়ে থাকে। আবার যুক্তিবিদ্যা বিভিন্ন ধরনের যুক্তিবাক্যের মাঝে সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করে। অনেক সময় একটি বাক্যের সত্যতার ভিত্তিতে অন্য কোন বাক্যের সংশ্লিষ্টতা বা সত্যতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। একে বাক্যের বিরোধিতা বলা হয়।

# পাঠ ১

## যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা ও যুক্তিবাক্যের গঠন

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- যুক্তিবাক্যের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

### ৬.১.১ : যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা (Definition of Proposition):

দুটো পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিকে 'যুক্তিবাক্য' বলে। যুক্তি হচ্ছে এক বা একাধিক বাক্যের সমাহার এবং যুক্তিবাক্যকে বিশ্লেষণ করলে উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদ হিসাবে দু'ধরনের পদ পাওয়া যায়। এ কারণে যুক্তিবাক্যকে পদ ও অনুমান দু'দিক থেকে বিচার করা যায়। সুতরাং যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞাকে আমরা দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করতে পারি।

**অনুমানের দিক থেকে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা:**

যুক্তিবাক্য হচ্ছে অনুমানের এমন অংশ যেখানে কোন একটি অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় এবং যে বিশ্লেষণটি প্রকৃতিগতভাবে সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে। আর এ দিকে দৃষ্টি রেখেই যুক্তিবিদ স্টেবিং বলেন, যুক্তিবাক্য হচ্ছে এমন একটি অর্থপূর্ণ বিবৃতি যা সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে।

**পদের দিক থেকে যুক্তিবাক্যের সংজ্ঞা:**

যখন কোন একটি পদের সাথে অন্য একটি পদের সদর্থক বা নঞর্থক সম্বন্ধ বিবৃত করা হয় তখন তাকে যুক্তিবাক্য বলে।

### ৬.১.২ যুক্তিবাক্যের গঠন (Structure of Proposition):

যুক্তিবাক্যে দুটি পদ থাকে। আর এ পদ দুটির মাঝে যেমন স্বীকৃতি প্রকাশিত হতে পারে তেমনি অস্বীকৃতিও প্রকাশিত হতে পারে। যেমন- 'সব ফুল হয় সুন্দর' যুক্তিবাক্যে 'সুন্দর' পদ 'ফুল' পদকে স্বীকার করেছে। আবার 'কোন মানুষ নয় দেবতা' যুক্তিবাক্যে 'দেবতা' পদ 'মানুষ' পদকে অস্বীকার করেছে। উপরের উদাহরণ দু'টি দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে, প্রত্যেক যুক্তিবাক্যে দু'টি পদ থাকে। একটি পদ হল উদ্দেশ্য পদ আর একটি পদ হল বিধেয় পদ। আর যে শব্দ পদ দুটিকে সংযোজিত করেছে, তা হল সংযোজক এবং দ্বিতীয় উদাহরণটিতে 'নয়' শব্দটি হল সংযোজক। সে হিসেবে একটি যুক্তিবাক্যে তিনটা অংশ থাকে। সেগুলি হলোঃ

ক. উদ্দেশ্য (Subject)
খ. বিধেয় (Predicate)
গ. সংযোজক (Copula)

**ক. উদ্দেশ্য:** কোন যুক্তিবাক্যে যে পদ সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তাকে উদ্দেশ্য বলে। যেমন, 'সব ফুল হয় সুন্দর' যুক্তিবাক্যে 'সুন্দর' বৈশিষ্ট্যটিকে 'ফুল' পদটি সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে 'ফুল' পদ উদ্দেশ্য।

**খ. বিধেয়:** উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে বিষয় স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় আর সে বিষয়টি প্রকাশ করে যে পদ তাকে বিধেয় বলে। যেমন 'সব ফুল হয় সুন্দর' যুক্তিবাক্যে 'সুন্দর' বিশিষ্ট্য 'ফুল' পদ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। তাই এ ক্ষেত্রে 'সুন্দর' পদ বিধেয়

**গ. সংযোজক:** আমরা জানি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ এবং বিধেয় পদের মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে। এ সম্পর্ক স্বীকৃতিমূলকও হতে পারে আবার অস্বীকৃতিমূলকও হতে পারে। সংযোজক উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে। যেমন 'সব ফুল হয় সুন্দর' যুক্তিবাক্যে 'হয়' শব্দ উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদকে সংযোজিত করেছে। তাই এক্ষেত্রে 'হয়' শব্দ সংযোজক। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সংযোজক কোন পদ নয়।

**সংযোজকের প্রকৃতি:** যদিও সংযোজক কোন পদ নয় কিন্তু এটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে সংযোগ সাধিত হয়। সংযোজকের প্রকৃতি যে ভাবে নির্ণয় করা যায় তাহল :

১. হ্যামিলটন,ম্যানসেল, ফাউলার প্রমুখ যুক্তিবিদদের মতে সংযোজক সর্বক্ষেত্রেই 'হও' ধাতুর ইংরেজি ক্রিয়াপদ '(To be) বর্তমান কালের রূপ হবে। অর্থাৎ সংযোজক হয়, হচ্ছে, হন, হও, নয়, এই, নন, নও, ইত্যাদি আকারে প্রকাশিত হবে। যেমন 'তুমি হও সৎ, বা 'সব ছাত্র হয় দেশপ্রেমিক'। যুক্তিবিদ মিল বলেন,'হও' ধাতুর যে কোন কাল হতে পারে। কারণ সংযোজক শুধু উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক নির্দেশ করে। কালের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। এ মতটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ সংযোজকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তা বর্ণনা করে। বর্তমানে এ পদ দুটির মধ্যে যে সম্পর্ক আছে তা প্রকাশ করাই সংযোজকের কাজ। সুতরাং সংযোজক সব ক্ষেত্রেই বর্তমান কাল সূচক হবে। হব্‌স্ বলেন, সংযোজক সর্বক্ষেত্রেই সদর্থক হবে। তাই তিনি নেতিবাচক বা নঞর্থক চিহ্ন বিধেয়ের সঙ্গে যুক্ত করে দেন। 'রহিম হয় না নিষ্ঠুর'- এ নেতিবাচক বাক্যটিকে তাঁরা প্রকাশ করবেন 'রহিম হয় নয় নিষ্ঠুর' কিন্তু এ মতটা গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ এ ধরনের বাক্য ও উক্তির একটা সুস্পষ্ট নঞর্থক ভাবের ইঙ্গিত আছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, বিধেয় পদটি উদ্দেশ্য পদটি সম্পর্কে স্বীকার করা হচ্ছে, না অস্বীকার করা হচ্ছে সেদিক থেকে বিবেচনা করে সংযোজক ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক দু'রকমেরই হতে পারে।

২. নিশ্চয়তার তারতম্য প্রকাশক চিহ্নগুলি (যেমন অবশ্য, নিশ্চয়ই, সম্ভবত: ইত্যাদি) সংযোজকের সাথে যুক্ত হবে কি না এ সম্পর্কেও যুক্তিবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন কোনো কোনো যুক্তিবিদদের মতে এসব চিহ্ন সংযোজকের সাথে যুক্ত হওয়া উচিত। অন্যদিকে কোনো কোনো যুক্তিবিদ মনে করেন, এসব চিহ্ন সংযোজকের সাথে যুক্ত না করে, বিধেয় পদের সাথে যুক্ত করা উচিত। আমরা আগেই জেনেছি যে, সংযোজক হল একটা সম্পর্ক প্রকাশক চিহ্ন। এর সাহায্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। অতত্রব, নিশ্চয়তার তারতম্য প্রকাশক চিহ্নগুলি সংযোজকের সাথে যুক্ত না করে, বিধেয় পদের সাথে যুক্ত করাই যথার্থ। যেমন 'দুই আর দুই এ অবশ্যই হয় চার' এই বাক্যটিকে যৌক্তিক বাক্যে প্রকাশ করতে হলে বলতে হবে-'দুই আর দুই হয় এমন দুটি সংখ্যা যাদের সমষ্টি অবশ্যই চার'।

**সংযোজকের ভূমিকা:**

যুক্তিবাক্যের প্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংযোজক দুটি পদকে সংযোজিত করে যুক্তিবাক্যের গঠন সম্ভবপর করে। সংযোজক ছাড়া যুক্তিবাক্যের দুটি পদের মাঝে কোন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। এ হিসাবে, যুক্তিবাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সংযোজকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**সার সংক্ষেপ**

দুটি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতিকে যুক্তিবাক্য বলে। যুক্তিবাক্যের তিনটি অংশ থাকে। যথা উদ্দেশ্য, বিধেয় ও সংযোজক। যুক্তিবাক্যে যার সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে উদ্দেশ্য বলে। যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যা স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিধেয় বলে। এবং যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির সম্বন্ধসূচক চিহ্নকে সংযোজক বলে।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১**

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তিবাক্যের কয়টি অংশ?

ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৩টি ঘ. ২ টি

২। যুক্তিবাক্যে যার সম্পর্কে কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বলে-

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয়

গ. সংযোজক ঘ. কোনটি নয়

৩। যুক্তিবাক্যের সম্বন্ধসূচক চিহ্নকে কী বলে?

ক. উদ্দেশ্য খ. বিধেয়

গ. পদ ঘ. সংযোজক

পাঠ ২

# বাক্য ও যুক্তিবাক্য (Sentence and Proposition)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠটি শেষে আপনি-

- বাক্য ও যুক্তিবাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে পারবেন।
- যুক্তিবাক্য ও অবধারণের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

## ৬.২.১ বাক্য ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য:

যে শব্দ বা শব্দসমূহের সাহায্যে মনের ভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যায় তাকে বাক্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, যে শব্দ বা শব্দসমষ্টি প্রয়োগ করে অনুজ্ঞা, ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদি ব্যক্ত করা যায় তাকে বাক্য বলে। আর দুটি পদের মধ্যে কোন সম্পর্কের বর্ণনাকে যুক্তিবাক্য বলে। যেমন, 'মতিন হয় শিক্ষিত'। সাধারণত: যে সমস্ত বাক্য যুক্তিবিদ্যার যুক্তিতে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে আমরা যুক্তিবাক্য বলি। তবে সকল বাক্যই যুক্তিতে ব্যবহৃত হতে পারেনা। কাজেই সকল বাক্যকেই যুক্তিবাক্য বলা যায় না। বাক্য ও যুক্তি বাক্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য বাক্যের শ্রেণী জানা দরকার। বাক্য মোট পাঁচ প্রকার হতে পারে। যেমন, বিবৃতিবাচক - চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। প্রশ্নসূচক-তুমি কোন শ্রেণীতে পড়? আদেশ সূচক-আমাকে বইটি দাও। ইচ্ছা সূচক- খোদা তোমার মঙ্গল করুন। বিস্ময় সূচক- হায়রে! তোমার একি দশা! বাক্য ও যুক্তিবাক্যের মধ্যে পার্থক্য নিচে দেয়া হল:

১. যুক্তিবাক্য ব্যাকরণগত বাক্য হলেও সব ব্যাকরণগত বাক্যই যুক্তিবাক্য নয়। কোন বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বর্ণনা করা গেলে, কোন প্রশ্ন করতে গেলে, কোন আদেশ বা অনুরোধ করতে হলে অথবা বিস্ময় প্রকাশ করতে হলে আমরা তা ভাষায় বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করি। এর মধ্যে শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যই যুক্তিবাক্য। প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাসূচক, বিস্ময়সূচক ইত্যাদি বাক্যসমূহ যুক্তিবাক্য নয়। ব্যাকরণগত বাক্যের মোট দুটি অংশ থাকে; যথা: উদ্দেশ্য ও বিধেয়। কিন্তু যুক্তিবাক্যের থাকে তিনটি অংশ, যথা- উদ্দেশ্য, সংযোজক ও বিধেয়।

২. ব্যাকরণসম্মত বাক্যে সংযোজকটি সব সময় উল্লিখিত হবে এমন কোন কথা নেই কিন্তু যুক্তি বাক্যে সংযোজকটি অনিবার্যরূপে চিহ্নিত হতে হয়।

৩. ব্যাকরণগত বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়গুলো শব্দ হিসাবে বিবেচিত হয়। আর যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বিধেয় হিসাবে ব্যবহৃত শব্দগুলো পদ বলে গণ্য করা হয়।

৪. ব্যাকরণগত বাক্যের গুণ ও পরিমাণ সব সময় সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না। কিন্তু যুক্তিবাক্যের গুণ ও পরিমাণ সব সময় স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হয়। যেমন-'মানুষ মরণশীল'এই ব্যাকরণসম্মত বাক্যটিতে গুণ ও পরিমাণের স্পষ্ট উল্লেখ নাই। তাই এটাকে যৌক্তিক রূপ দিতে হলে বলতে হবে 'সব মানুষ হয় মরনশীল'। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, সব যুক্তিবাক্য ব্যাকরণসম্মত বাক্য নয়। কাজেই যুক্তিবাক্যের পরিধি ব্যাকরণগত বাক্য অপেক্ষা সংকীর্ণ কিংবা বিপরীতক্রমে বলা যায়। ব্যাকরণগত বাক্যের পরিধি যুক্তিবাক্য অপেক্ষা বিস্তৃত।

### ৬.২.২ অবধারণ ও যুক্তিবাক্য (Judgement and Proposition):

অবধারণ একটি মানসিক প্রক্রিয়া এবং এটি হলো আমাদের চিন্তার প্রাথমিক স্তর। অবধারনের সাহায্যে আমরা দুটি সার্বিক ধারণা বা প্রত্যয়কে মনে মনে তুলনা করে তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করি। যখন আমরা বলি 'বক হয় সাদা'তখন আমরা 'বক' এবং সাদা এ দু'টি সার্বিক ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে সাদা গুণটি বকের সম্পর্কে স্বীকার করি। আবার আমরা যখন বলি 'কোন মানুষ নয় নিখুঁত'। তখন 'মানুষ' এবং নিখুঁত' এ দু'টি প্রত্যয় বা সার্বিক ধারণাকে মনে মনে তুলনা করে সমস্ত মানুষ সম্পর্কে নিখুঁত গুণটি অস্বীকার করি। সুতরাং দু'টি প্রত্যয় বা সার্বিক ধারণাকে তুলনা করে একটিকে অন্যটির সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করার মানসিক প্রক্রিয়াকে অবধারণ বলা হয়। আবার অন্যদিকে বলা যায় যে, উদ্দেশ্যের প্রতি বিধেয় প্রয়োগের নামই হচ্ছে অবধারণ। যেমন- আমরা যখন মনে মনে বলি 'ফুল হয় সুন্দর' তখন ফুলের উদ্দেশ্যে 'সুন্দর' বিধেয় পদটি প্রয়োগ করি। অবধারণকে আমরা যখন ভাষায় প্রকাশ করি তখন সাধারণভাবে তাকে বলা হয় যুক্তিবাক্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সকল যুক্তিবাক্যেরই প্রাথমিক রূপ হল অবধারণ। কিন্তু সকল অবধারণেরই পরবর্তী রূপ যুক্তিবাক্য নয়; শুধু ভাষায় প্রকাশিত অবধারণ হলো যুক্তিবাক্য। যুক্তিবাক্য ও অবধারণের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিচে দেয়া হলো:

১. অবধারণ আমাদের যৌক্তিক চিন্তা প্রক্রিয়ার প্রাথমিক স্তর। এ স্তরে আমরা শুধু মনের অভ্যন্তরে দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি। অন্যদিকে যুক্তিবাক্য হচ্ছে আমাদের চিন্তা প্রক্রিয়ার পরিণত স্তর। এই স্তরে আমরা শুধু মানসিক ভাবে দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করি তাই নয়, বরং সেই সম্বন্ধ ভাষার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সংযোজক বিধেয় আকারে প্রকাশ করতে সক্ষম হই।

২. অবধারণ একটা নির্ভেজাল মানসিক প্রক্রিয়া। পক্ষান্তরে, যুক্তিবাক্য একটি মূর্ত বা ব্যক্ত প্রক্রিয়া। কারণ এ ক্ষেত্রে আমাদের মনের মধ্যকার ধারণাগুলোকে বাস্তব আকারে প্রকাশ করা হয়।

৩. অবধারণ আসলে মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। কারণ মনের অভ্যন্তরে কি ধরনের চিন্তার সূত্রপাত হয়, কোথা থেকে হয়, কেন হয় ইত্যাদি বিষয় মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত। পক্ষান্তরে যুক্তিবাক্য হচ্ছে যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু। কারণ যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় একাধিক যুক্তিবাক্য নিয়ে।

৪. সব যুক্তিবাক্যেরই প্রাথমিক রূপ অবধারণ কিন্তু সব অবধারণেরই পরবর্তী রূপ যুক্তিবাক্য নয়। কারণ শুধু ভাষায় প্রাকাশিত অবধারণই যুক্তিবাক্য বলে গণ্য হয়। কিন্তু সব অবধারণ সব ক্ষেত্রে ভাষায় প্রকাশিত হয় না।

৫. অবধারণের ক্ষেত্রে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। কিন্তু যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। কারণ কোন নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য 'উদ্দেশ্য সংযোজক বিধেয়' হিসাবে আকার লাভ করলে তখনই তা যুক্তিবাক্যের রূপ লাভ করে।

৬. অবধারণের একক হল কোন ধারণা বা প্রত্যয়। কারণ দুটি ধারণা বা প্রত্যয়ের মধ্যে সদর্থক বা নঞর্থক সম্বন্ধের মানসিক প্রক্রিয়াকেই অবধারণ বলে। পক্ষান্তরে, যুক্তিবাক্যের একক হল পদ সেজন্য দুটি পদের মধ্যকার সদর্থক বা নঞর্থক সম্বন্ধের ভাষাগত প্রকাশই হল যুক্তিবাক্য।

৭. অবধারণের পরিসর তুলনামূলকভাবে ব্যাপকতর কিন্তু যুক্তিবাক্যের পরিসর তুলনামূলকভাবে সীমিত।

**সারসংক্ষেপ**

আমরা জেনেছি যে, সব বাক্যই যুক্তিবাক্য নয়। শুধুমাত্র বর্ণনামূলক বাক্যকেই যুক্তিবাক্য বলা হয়। আর অবধারণ হচ্ছে যুক্তিবাক্যের মানসিক প্রক্রিয়া। দুটি ধারণার মধ্যে স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির মানসিক প্রক্রিয়াকে অবধারণ বলে।

## পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. অবধারণ একটি-

ক. মানসিক প্রক্রিয়া খ. লৈখিক প্রক্রিয়া

গ. যৌগিক প্রক্রিয়া ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

২. কোন ধরনের বাক্যকে যুক্তিবাক্য বলে?

ক. আদেশসূচক খ. প্রশ্নসূচক

গ. বিস্ময়সূচক গ. বর্ণনামূলক

৩. ব্যাকরণ সম্মত বাক্যের কয়টি অংশ

ক. ১ টি খ. ২টি

গ. ৩ টি ঘ. ৪টি

পাঠ ৩

# যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ (Kinds of Proposition)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রত্যেকটি প্রকারভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন।

## ৬.৩.১: যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ:

বিভিন্ন মানদন্ডের ভিত্তিতে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ করা হয়। যেসব মানদন্ড বা নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ করা হয়, সেগুলি ছকের সাহায্যে প্রকাশ করা হল:

| বিভাজন নীতি | | যুক্তিবাক্য |
|---|---|---|
| ১. | গঠন অনুসারে | ক. সরল বাক্য |
| | | খ. যৌগিক বাক্য |
| ২. | গুণ অনুসারে | ক. সদর্থক বাক্য |
| | | খ. নঞর্থক বাক্য |
| ৩. | পরিমান অনুসারে | ক. সার্বিক বাক্য |
| | | খ. বিশেষ বাক্য |
| ৪. | সম্পর্ক অনুসারে | ক. নিরপেক্ষ বাক্য |
| | | খ. সাপেক্ষ বাক্য |
| ৫. | নিশ্চয়তা অনুসারে | ক. অনিবার্য বাক্য |
| | | খ. সম্ভাব্য বাক্য |
| ৬. | তাৎপর্য অনুসারে | ক. বিশ্লেষক বাক্য |
| | | খ. সংশ্লেষক বাক্য |
| ৭. | গুণ ও পরিমাণ অনুসারে | ক. সার্বিক সদর্থক বাক্য |
| | | খ. বিশেষ সদর্থক বাক্য |
| | | গ. সার্বিক নঞর্থক বাক্য |
| | | ঘ. বিশেষ নঞর্থক বাক্য |

## ৬.৩.২ প্রকার ভেদের বিশে- ষণ:

ক. গঠনরীতি অনুসারে-

**সরল বাক্য:**- যে যৌক্তিক বাক্যে শুধু মাত্র একটা অবধারণ থাকে তাকে সরল যুক্তিবাক্য বলে। এ ধরনের যুক্তিবাক্যে একটা উদ্দেশ্য ও একটা বিধেয় থাকে। যেমন- 'করিম হয় সুখী' যুক্তিবাক্যে একটা উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটা বিধেয়কে স্বীকার করা হয়েছে।

**যৌগিক যুক্তিবাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে একের অধিক অবধারণ থাকে তাকে যৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন 'খড়িমাটি হয় সাদা ও শক্ত'। এ যৌগিক বাক্যটি বিশ্লেষণ করলে দু'টি সরল যুক্তিবাক্য পাওয়া যায়। যেমন- ক. 'খড়িমাটি হয় সাদা' এবং খ. 'খড়িমাটি হয় শক্ত'। সুতরাং যৌগিক যুক্তিবাক্যটিতে একটা উদ্দেশ্য (খড়িমাটি) ও দুটো বিধেয় (সাদা এবং শক্ত) আছে যৌগিক বাক্যগুলিকে আবার দুই ভাগে করা যায়। যেমন-

১. সংযোজক যৌগিক যুক্তিবাক্য (Compulative Proposition)

২. বিযোজক যৌগিক যুক্তিবাক্য (Remotive Proposition)

**সংযোজক যৌগিক যুক্তিবাক্য:** যে যৌগিক যুক্তিবাক্য দুই বা ততোধিক ইতিবাচক সরল যুক্তিবাক্যকে একত্রিত করে তাকে সংযোজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- 'ফারুক হয় সৎ ও বুদ্ধিমান'।

**বিযোজক যৌগিক যুক্তিবাক্য:** যে যৌগিক যুক্তিবাক্য দুই বা ততোধিক নেতিবাচক সরল যুক্তিবাক্যকে একত্রিত করে তাকে বিযোজক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- সেলিম নয় লম্বা এবং সাহসী। যোগান্তক যুক্তিবাক্য যে- যৌগিক বাক্যের মাঝে একাধিক সরল বাক্য এমনভাবে সংযোজিত থাকে যে আপাতদৃষ্টিতে তা সরল বলে মনে হয়, তাকে যোগান্তক বাক্য বলে। যেমন- 'কেবল ধার্মিক ব্যক্তিরাই সুখী,। এ বাক্যের মাঝে যে দুটি সরল বাক্য প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান তাহলো 'কিছু ধার্মিক ব্যক্তি হয় সুখী' এবং 'কোন অধার্মিক ব্যক্তি নয় সুখী'। আপাত দৃষ্টিতে উদাহরণটি সরল বাক্য বলে মনে হলেও এটা এক যোগান্তক বাক্য।

**খ. গুণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ:**

গুণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়: যেমন- ১. ইতিবাচক বা সদর্থক এবং ২. নেতিবাচক বা নঞর্থক।

**১. ইতিবাচক যুক্তিবাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে স্বীকার করা হয় তাকে ইতিবাচক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-'রহিম হয় সুখী' যুক্তিবাক্যটি ইতিবাচক। এ যুক্তিবাক্যে 'সুখী' বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্য 'রহিম' সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে।

**২. নেতিবাচক যুক্তিবাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয় তাকে নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-'করিম নয় সুখী'। এ যুক্তিবাক্যে সুখী বিধেয়টিকে উদ্দেশ্য 'করিম' সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

**গ. পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ:**

পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দু'ভাবে ভাগ করা হয়। যথা- ১. সার্বিক যুক্তিবাক্য ২. বিশেষ যুক্তিবাক্য।

**১. সার্বিক যুক্তিবাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে সমগ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে সার্বিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন-'সকল মানুষ হয় মরণশীল' যুক্তিবাক্যটি সর্বিক। কারণ এখানে বিধেয় পদ মরণশীলকে সমগ্র মানুষ শ্রেণী সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। আবার 'কোন মানুষ নয় অমর'। এখানে 'অমর' বিধেয় পদটিকে সমগ্র মানুষ শ্রেণী সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে।

**২. বিশেষ যুক্তিবাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটিকে উদ্দেশ্যের অংশ বিশেষ সম্পর্কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তাকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- 'কোন কোন মানুষ হয় শিক্ষিত'। এ যুক্তির বিধেয় পদ 'শিক্ষিত' উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের অংশ বিশেষ সম্পর্কে স্বীকার করা হয়েছে। আবার 'কোন কোন মানুষ নয় বুদ্ধিমান' -এ বিশেষ যুক্তিবাক্যটিতে বিধেয় 'বুদ্ধিমান' পদটিকে উদ্দেশ্যের অংশ বিশেষ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। আমাদের জানতে হবে যে

বিশেষ যুক্তিবাক্যের পরিমাণসূচক সংকেত হচ্ছে-কোন কোন 'কেউ কেউ' কতিপয় 'কিছু' 'অধিকাংশ' ইত্যাদি।

**ঘ. সম্পর্ক অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকার ভেদঃ**

সম্পর্ক অনুসারে যুক্তিবাক্যকে নিরপেক্ষ সাপেক্ষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

**১. নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য এবং বিধেয়ের সম্পর্ক শর্তহীন তাকে নিরপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। যথা- 'মানুষ হয় মরনশীল' এবং 'কয়লা নয় সাদা'। এ যুক্তিবাক্য দুটির প্রথমটিতে উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে শর্তহীনভাবে স্বীকার এবং দ্বিতীয়টিতে অস্বীকার করা হয়েছে। অর্থাৎ এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক শর্তহীন।

**২. সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক শর্তাধীন তাকে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য বলে। যথা- 'যদি সে বুদ্ধিমান হয় তা হলে সে সফল হবে'। এ যুক্তিবাক্যে সে সফল হবে এ উক্তিটি যদি সে বুদ্ধিমান হয়, এ শর্তের উপর নির্ভর করে। সাপেক্ষ যুক্তিবাক্যকে আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা- ক. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য খ. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য।

**ক. প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যঃ** যে সাপেক্ষ সুস্পষ্ট বাক্য যুক্তিবাক্যে 'যদি' 'যখন' বা অনুরূপ পদ যার দ্বারা শর্ত নির্দেশ করা হয় তাকে প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যথা- 'যে পর্যন্ত না ' 'যদি না সে স্থলে' ইত্যাদি। দৃষ্টান্ত ঃ 'যদি বৃষ্টি হয় তা হলে আমি খেলব না'। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের দুটো অংশ থাকে- পূর্বগ এবং অনুগ। প্রাকল্পিক যুক্তিবাক্যের যে অংশে শর্তটা বর্তমানে তাকে পূর্বক এবং যে অংশ মূল বক্তব্যটা বর্তমান তাকে অনুগ বলা হয়। উপরের দৃষ্টান্ত 'যদি বৃষ্টি হয়' অংশটি পূর্বগ এবং 'তাহলে আমি খেলব না' অংশটি তার অনুগ।

**খ. বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যঃ** যে সাপেক্ষ যুক্তিবাক্য 'হয় না হয়' দ্বারা বিযুক্ত দুটি বিকল্পের একটিকে গ্রহণ করে তাকে বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বলে। যথা-'সেলিম হয় বোকা না হয় ভন্ড। একটা বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যে দুটো বিকল্প থাকে। তাদের মধ্যে একটাকে অবশ্যই সত্য বলে গ্রহণ করতে হবে। বৈকল্পিক বাক্যের তাৎপর্যকে কেন্দ্র করে যুক্তিবিদদের মধ্যে দু'ধরনের মতামতের সৃষ্টি হয়েছে। যুক্তিবিদ ইউবারওয়েগ ও তার অনুসারীরা মনে করেন যে বৈকল্পিক বাক্যের বিকল্পগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন অর্থাৎ একটি বিকল্প সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হবে এবং একটি বিকল্প মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হবে। দুটি বিকল্প একই সাথে সত্য কিংবা মিথ্যা হতে পারে না। অন্তত একটি বৈকল্পিক সত্য হতেই হবে। আমরা একটি বৈকল্পিক বাক্যকে বিশ্লেষণ করলে চারটি প্রাকল্পিক বাক্য পেয়ে থাকি। যেমন-

১. যদি থালাটি হয় স্বর্ণের তাহলে সেটি নয় পিতলের।
২. যদি থালাটি হয় পিতলের তা'হলে সেটি নয় স্বর্ণের।
৩. যদি থালাটি নয় পিতলের তাহলে সেটি হয় স্বর্ণের।
৪. যদি থালাটি নয় স্বর্ণের তাহলে সেটি হয় পিতলের।

কিন্তু মিলও তাঁর অনুসারীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। মিল বলেন যে, বৈকল্পিক যুক্তিবাক্যের বিকল্পগুলো আবশ্যিকভাবেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় তার মানে একটা বিকল্প মিথ্যা হলে অপরটি সত্য হয় বটে, কিন্তু বিপরীতক্রমে একটা সত্য হলে অপরটা মিথ্যা নাও হতে পারে। মিল এর মতে আমরা একটা বিকল্পের সত্যতা স্বীকার করে অন্যটার সত্যতা অস্বীকার করতে পারি। কিন্ড়ু এ নিয়মটা বিপরীতক্রমে প্রয়োগ করতে পারিনা। মিলের মতে একটা বৈকল্পিক যুক্তিবাক্য বিশ্লেষণ করে আমরা দুটো মাত্র প্রাকল্পিক বাক্য পাই। যেমন-

১. যদি রহিম নয় সৎ তা'হলে সে হয় বুদ্ধিমান।
২. যদি রহিম নয় বুদ্ধিমান তাহলে সে হয় সৎ।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, যদি বিকল্পগুলো সত্যই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে ইউবার ওয়েগের মতটা ঠিক। আর যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয় তাহলে মিলের মতটা ঠিক।

ঙ. নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. অনিবার্য বাক্য

খ. বর্ণনামূলক বাক্য

গ. সম্ভাব্য বাক্য

**ক. অনিবার্য বাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যে কোন অনিবার্য সত্য প্রকাশ করা হয়, তাকে অনিবার্য বাক্য বলে। অর্থাৎ অনিবার্য বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে অনিবার্য সত্য প্রকাশিত হয়, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। যেমন-একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি হয় দুই সমকোণের সমান। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য পদ হল একটা ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি আর বিধেয় পদ হল দুই সমকোণের সমান। এর ফলে একটা অনিবার্য সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

খ. **বর্ণনামূলক বাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যে কোন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সত্য প্রকাশ করা হয় তাকে বর্ণনামূলক বাক্য বলে। অর্থাৎ বর্ণনামূলক বাক্য উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে বিদ্যমান সম্পর্ক এবং আমাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ মাত্র। যেমন- সব দাঁড়কাক হয় কালো। এক্ষেত্রে বিধেয় 'কালো' পদ উদ্দেশ্য দাঁড়কাক পদকে স্বীকার করে বর্ণনা করছে যে, আমাদের অভিজ্ঞতা ভিত্তিক সব দাঁড়কাক কালো রঙের। তবে দাঁড়কাকের সাথে কালো রঙের কোন অনিবার্য সম্পর্ক নাই।

**গ. সম্ভাব্য বাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্য কোন সম্ভাব্য সত্য প্রকাশ করে তাকে সম্ভাব্য বাক্য বলে। অর্থাৎ সম্ভাব্য বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মাঝে যে সম্পর্ক, তা কোন সম্ভাব্য সত্য প্রকাশ করে। যেমন- আগামীকাল হয় এমন দিন, যে দিন বৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যে একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রকাশিত তথ্য যেমন সত্যও হতে পারে, তেমনি মিথ্যাও হতে পারে।

চ. তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ ঃ তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যেকে দুভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হলঃ

ক. বিশ্লেষক বাক্য

খ. সংশ্লেষক বাক্য

**ক. বিশ্লেষক বাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যে বিধেয়টা শুধু উদ্দেশ্যের জাত্যর্থ বা জাত্যর্থের অংশ বিশেষ বিশ্লেষণ করে তাকে বিশ্লেষক বাক্য বলে। যথাঃ- সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন। এ যুক্তিবাক্যে বিধেয়টা উদ্দেশ্য পদ মানুষের জাত্যর্থের জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি বিশ্লেষণ করেছে মাত্র।

**খ. সংশ্লেষক বাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের নতুন তথ্য প্রদান করে তাকে সংশ্লেষক বাক্য বলে। যথা 'সকল মানুষ হয় মরণশীল'। এ যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদটা উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের কিছু নতুন তথ্য প্রদান করে। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের, মানুষ ও মরণশীলতার মধ্যবর্তী সম্পর্কটা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংশ্লেষণ বা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে বলেই এটাকে সংশ্লেষক বাক্য বলে।

ছ. গুণ ও পরিমান হিসাবে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ গুণ ও পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. সার্বিক সদর্থক বাক্য

খ. সার্বিক নঞর্থক বাক্য

গ. বিশেষ সদর্থক বাক্য

ঘ. বিশেষ নঞর্থক বাক্য

**ক. সার্বিক সদর্থক বাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ স্বীকার করে, তাকে সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- সব দার্শনিক হয় জ্ঞানী। এখানে বিধেয় পদ 'জ্ঞানী' উদ্দেশ্য পদ 'দার্শনিক' পদের সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ স্বীকার করেছে।

**খ. সার্বিক নঞর্থক:** যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের সমগ্র ব্যক্তর্থ অস্বীকার করে , তাকে সার্বিক নঞর্তক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- কোন মানুষ নয় ঘোড়া এ বাক্যের বিধেয় 'ঘোড়া' পদটি উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদের সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ অস্বীকার করেছে।

**গ. বিশেষ সদর্থক:** যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্তর্থ স্বীকার করে তাকে আংশিক ব্যক্তর্থ স্বীকার করে তাকে বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- কিছু প্রাণী হয় মানুষ। এ বাক্যে বিধেয় মানুষ পদ উদ্দেশ্য প্রাণী পদের আংশিক ব্যক্তর্থ স্বীকার করেছে।

**ঘ. বিশেষ নঞর্থক:** যে যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের আংশিক ব্যক্তর্থ অস্বীকার করে তাকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- কিছু প্রাণী নয় মানুষ। এ বাক্যের বিধেয় পদ 'মানুষ' উদ্দেশ্য 'প্রাণী' পদের আংশিক ব্যক্তর্থ স্বীকার করেছে।

**সারসংক্ষেপ**

বিভিন্ন নীতি অনুসারে যুক্তিবাক্যকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। নীতিগুলো হচ্ছে গঠন সম্বন্ধ, গুণ, পরিমাণ, নিশ্চয় এবং তাৎপর্য। গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্যকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। গুণ অনুসারে যুক্তি বাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। আবার পরিমান অনুসারে যুক্তিবাক্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

**পাঠোত্তর মূল্যয়ন-৩**

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. সম্বন্ধ অনুসারে যুক্তিবাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়
   ক. তিন খ. দুই গ. চার ঘ. পাঁচ

২. নিশ্চয়তা অনুসারে যুক্তিবাক্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
   ক. তিন খ. চার গ. দুই ঘ. পাঁচ

৩. যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক সম্ভাব্য তাকে বলে-
   ক. অনিবার্য যুক্তিবাক্য খ. বর্ণনামূলক যুক্তিবাক্য
   গ. ইতিবাচক যুক্তিবাক্য ঘ.সম্ভাব্য যুক্তিবাক্য

পাঠ ৪

## বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর (Reduction of Sentence to Propositions)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে পারবেন।

### ৬.৪.১ বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর:

যুক্তিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল যুক্তি। আমরা যুক্তি প্রয়োগ করতে গিয়ে যেসব বাক্য ব্যবহার করি, সেগুলি সব সময়ে যথার্থ নিরপেক্ষ আকারে সাজানো থাকেনা কিংবা এদের গুণ ও পরিমাণ নির্ধারিত থাকেনা। কিন্তু এসব নির্ধারণ ছাড়া বৈধতা নিরূপণ করা যায় না। তাই সাধারণ বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করে নিতে হয়। যুক্তিবিদ্যার বিচারে যুক্তিবাক্য মোট চার প্রকারের হতে পারে। যথা-

সার্বিক সদর্থক বাক্য- A (প্রতীক)
সার্বিক নঞর্থক বাক্য- E (প্রতীক)
বিশেষ সদর্থক বাক্য- I (প্রতীক)
বিশেষ নঞর্থক বাক্য- O (প্রতীক)

আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই চার প্রকার বাক্যকে যুক্তিবিদ্যায় আদর্শ যুক্তিবাক্য হিসাবে গণ্য করা হয়। সুতরাং কোন বাক্যকে যুক্তিবাক্য হিসাবে গণ্য হতে হলে এই চার প্রকার যুক্তিবাক্যের কোন এক প্রকার রূপ ধারণ করতে হবে। যে সব নিয়ম অনুসরণ করে বাক্যকে যুক্তিবাক্যে পরিণত করতে হয় সেগুলি হল:

১. যে সমস্ত বাক্যে কোন সংযোজক নেই সে সমস্ত বাক্যে সংযোজকের ব্যবহার দেখতে হবে। সংযোজক সাধারণত ক্রিয়ার মধ্যে থাকে। ক্রিয়ার মধ্য থেকে তাদের বের করে এনে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে স্থাপন করতে হয়। যেমন- 'নাসিমা গান করে'। এ বাক্যটিকে A বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে-'নাসিমা হয় একটি মেয়ে যে গান করে'। আর একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন- কিছু ছেলে ফুটবল খেলে। এ বাক্যটিকে I বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে 'কিছু ছেলে হয় তারা যারা ফুটবল খেলে'।

২. সংযোজক যদি অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের রূপ থাকে তাকে বর্তমান কালের রূপে প্রকাশ করতে হবে। যেমন-

ক. সে ধনী ছিল। এ বাক্যটি যুক্তি বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে- 'সে হয় একটি লোক যে ধনী ছিল'।

খ. কিছু ছাত্র পাস করবে। I বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে- 'কিছু ছাত্র হয় তারা যারা পাস করবে'।

৩. ভাষার সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যে গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য অথবা কবিতার ক্ষেত্রে অনেক সময় বিধেয়কে বাক্যের প্রথমে ব্যবহার করা হয়। ঐ সব ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যকে ও বিধেয়কে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। যেমন- 'আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয় গরীবেরা'। এ বাক্যটিকে A বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে 'সকল গরীব লোক হয় আশীর্বাদ প্রাপ্ত'।

৪. নঞর্থক যুক্তিবাক্যে নয় সূচক চিহ্ন সংযোজকের অঙ্গীভূত থাকবে। যুক্তিবাক্যের এক স্থানে সংযোজক এবং অন্যস্থানে না সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা যাবেনা যেমন-

ক. সে তাস খেলেনা। এটিকে E বাক্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে- 'সে নয় একজন লোক যে তাস খেলে'।

৫. সার্বিক সদর্থক যুক্তিবাক্যের চিহ্ন হচ্ছে 'সকল' তবে 'সমস্ত' 'সব' 'প্রত্যেক' 'যে কোন' 'প্রতিটি' ইত্যাদি শব্দগুলো একইরূপ অর্থবোধক সুতরাং এসব চিহ্ন সম্বলিত বাক্যকে A যুক্তিবাক্য হিসাবে গণ্য করা হয়। যেমন-

ক. প্রত্যেক মানুষ ভুল করে। এর যৌক্তিক রূপ হচ্ছে- 'সকল মানুষ হয় তারা যারা ভুল করে'।

৬. যেসব বাক্যে সকল, সমস্ত, প্রত্যেক যেমন, প্রতিটি ইত্যাদি চিহ্ন থাকে এবং একই সাথে বাক্যের মধ্যে একটি না সূচক চিহ্নও থাকে তাদেরকে বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে গণ্য করতে হবে। যেমন-

ক. সব মানুষ সৎ নয়। যৌক্তিক রূপ দিতে গেলে বলতে হবে-'কিছু মানুষ নয় সৎ। O বাক্য।

খ. প্রতিটি আমই মিষ্টি নয়। যৌক্তিক রূপ দিতে গেলে বলতে হবে- 'কিছু আম নয় মিষ্টি'। O বাক্য।

৭. যেসব বাক্যে সর্বদা, সর্বত্র, অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে, একান্তভাবে ইত্যাদি শব্দ থাকে এবং কোন না সূচক শব্দ থাকে না তাদেরকে A-যুক্তিবাক্যরূপে গণ্য করতে হবে। আর যদি এসব শব্দের সাথে না সূচক চিহ্ন থাকে তাহলে তাদেরকে O যুক্তিবাক্যরূপে গণ্য করতে হবে। যেমন-

ক. ধার্মিক লোকেরা সর্বদাই সম্মানিত। এর যৌক্তিক রূপ হবে-'সকল ধার্মিক লোক হয় সম্মানিত'। A বাক্য।

খ. কৃষকেরা সর্বত্র অবহেলিত নয়। এর যৌক্তিক রূপ হবে-'কিছু কৃষক নয় অবহেলিত'।O বাক্য

৮. বিশেষ যুক্তিবাক্যের চিহ্ন হচ্ছে 'কিছু' 'কোন কোন' 'অধিকাংশ' 'অনেক' 'প্রায়' 'একটি ছাড়া সব' ইত্যাদি চিহ্নগুলোও একইরূপ অর্থবোধক সুতরাং এসব চিহ্ন সম্বলিত বাক্যকে বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে গণ্য করতে হবে আর এগুলোর পরিবর্তে কিছু চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

ক. অধিকাংশ লোক সুখী নয়। এর যৌক্তিক রূপ হবে 'কিছু লোক নয় সুখী'। O বাক্য

খ. কতিপয় লোক আহত হয়েছিল। এর যৌক্তিক রূপ হবে 'কিছু লোক হয় তারা যারা আহত হয়েছিল'। I বাক্য।

৯. 'প্রায়ই' 'সাধারণত' 'সচরাচর' 'কখনও কখনও' 'মাঝে মাঝে' ইত্যাদি সম্বলিত বাক্যগুলিও বিশেষ যুক্তিবাক্য বলে পরিগণিত হয়। সুতরাং শব্দগুলোর পরিবর্তে 'কিছু' বা 'কোন কোন' শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন- পরিশ্রমী লোকেরা প্রায়ই কৃতকার্য হয়। এর যৌক্তিক রূপ হবে- কিছু পরিশ্রমী লোক হয় তারা যারা কৃতকার্য হয়। I বাক্য।

১০. 'অতি অল্প' 'খুব' 'কম' 'কচিৎ' 'কদাচিৎ' ইত্যাদি শব্দগুলোর মধ্যে না সূচক অর্থ নিহিত আছে। এদের অর্থ হচ্ছে কিছু নয়। সুতরাং কোন সদর্থক বাক্যে এরূপ শব্দ বর্তমান থাকলে তাকে O যুক্তিবাক্যরূপে গণ্য করতে হবে। আর কোন নঞর্থক বাক্যে এরূপ কোন শব্দ থাকলে তাকে I যুক্তি বাক্যরূপে গণ্য করতে হবে। যেমন-

ক. খুব কম লোকই সুখী এর যৌক্তিক রূপ হবে, 'কিছু লোক নয় সুখী'।

খ. বই কাদাচিৎ অপ্রয়োজনীয়। এর যৌক্তিক রূপ হবে-'কিছু বই হয় অপ্রয়োজনীয়' I বাক্য।

১১. যে সমস্ত বাক্যে 'কেউ না' 'কখনও না' 'একটিও না' ইত্যাদি শব্দ থাকে তাদেরকে E-যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হবে। যেমন-

ক. মানুষ কখনই সুখী নয়। এর যৌক্তিক রূপ হবে- কোন মানুষ নয় সুখী। E বাক্য।

**১২. অন্যান্য যুক্তিবাক্য:** যে সমস্ত বাক্যে কেবল 'শুধুমাত্র' 'একমাত্র' ইত্যাদি শব্দ থাকে। এরূপ বাক্যের যৌক্তিক আকার দেবার সময় A অথবা E যুক্তিবাক্যে পরিবর্তিত করা যায়। A যুক্তিবাক্যে পরিবর্তিত করতে হলে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের স্থান পরিবর্তন করতে হবে। আর E যুক্তিবাক্যে পরিবর্তন করতে হলে উদ্দেশ্যের স্থানে তার বিরুদ্ধ পদকে ব্যবহার করতে হবে। যেমন- 'কেবল ধার্মিক লোকেরাই সুখী'। এর যৌক্তিক রূপ হবে 'সকল সুখী লোক হয় ধার্মিক'। A বাক্য।

অথবা

'কোন অ-ধার্মিক লোক নয় সুখী'। E-বাক্য।

**১৩. ব্যতিক্রমী যুক্তিবাক্য:** যে যুক্তিবাক্যে কোন একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিধেয়টি সমগ্র উদ্দেশ্যের উপর আরোপিত হয় তাকে ব্যতিক্রমী যুক্তিবাক্য বলে। ব্যতিক্রমী যুক্তিবাক্যে ব্যতীত, ছাড়া প্রভৃতি শব্দ যুক্ত থাকে। এরূপ একটি যুক্তিবাক্যে ব্যতিক্রম যদি নির্দিষ্ট হয় তাহলে তাকে একই সাথে A এবং E দুটি যুক্তিবাক্য রূপান্তর করতে হবে। আর যদি ব্যতিক্রমটি অনির্দিষ্ট হয়, তাহলে বাক্যটিকে I যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করতে হবে। যেমন-

ক. 'পারদ ছাড়া সব ধাতুই শক্ত'। এর যৌক্তিক রূপ হবে- সকল ধাতু হয় শক্ত। (A বাক্য)। পারদ নয় শক্ত। (E বাক্য)।

খ. একজন ছাড়া সব সদস্যই সভায় উপস্থিত। এর যৌক্তিক রূপ হবে 'কিছু সদস্য হয় সভায় উপস্থিত'। I বাক্য।

**১৪. বিশিষ্ট যুক্তিবাক্য:** একটি বিশিষ্ট যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য যদি নির্দিষ্ট হয়, তাহলে বাক্যটিকে A-যুক্তিবাক্যরূপে গণ্য করতে হবে।

ক. ফুলটি লাল। এর যৌক্তিক রূপ হবে ফুলটি হয় লাল। A- বাক্য।

**১৫. অনুক্ত পরিমাণ যুক্তিবাক্য:** যে সব যুক্তিবাক্যে পরিমাণ সঠিকভাবে উল্লেখ করা হয় না তাদের অর্থের দিক লক্ষ্য রেখে পরিমাণ নির্ধারিত করতে হবে। যেমন-

ক. মানুষ মরনশীল। এর যৌক্তিক রূপ হবে, সকল মানুষ হয় মরণশীল। A বাক্য। অপরাধীরা শাস্তি পায়। এর যৌক্তিক বাক্য হবে- কিছু অপরাধী হয় তারা যারা শাস্তি পায়।-I বাক্য।

**১৬. প্রশ্নবোধক বাক্য:** প্রশ্নবোধক বাক্যকে সাধারণত: যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা যায় না। তবে এমন কতকগুলো প্রশ্নবোধক বাক্য আছে যার উত্তরটা প্রশ্নের মধ্যেই খোঁজ পাওয়া যায়। সেগুলোর বেলায় উত্তরটার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদেরকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তর করা যায়। যেমন-

ক. কোন মা সন্তানকে ভাল বাসে না? এর যৌক্তিক রূপ হবে- সকল মা হয় তারা যারা সন্তানকে ভাল বাসে। A বাক্য ।

**১৭. অস্পষ্ট যুক্তিবাক্য:** যে সমস্ত বাক্যে উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত থাকে না উদ্দেশ্যের স্থানে ইহা, এমন, এটা প্রভৃতি শব্দ থাকে তাদেরকে যৌক্তিক আকার রূপান্তর করতে হলে বাক্যের প্রথমে প্রকৃত উদ্দেশ্য বসাতে হবে। প্রথমে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে বসাতে হবে। যেমন-

ক. ইহা শীতকাল। এর যৌক্তিক রূপ হবে 'ঋতুটি হয় শীতকাল'। A বাক্য ।

খ. এটা অন্যায়। এর যৌক্তিক রূপ হবে, 'কাজটি হয় অন্যায়'। A বাক্য ।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৪**

নিচের বাক্যগুলোকে যৌক্তিক বাক্যে রূপান্তর করুন এবং ব্যাপ্যতা উল্লেখ করুন।

**রূপান্তরের দুটি নমুনাঃ**

১. সব মানুষ দরিদ্র নয়।

যৌক্তিক রূপ-কিছু মানুষ নয় দরিদ্র। O বাক্য

২. সাধু লোকেরা কদাচিৎ সুখী হয়। যৌক্তিক রূপ-কিছু সাধু লোক হয় সুখী। I বাক্য।

যৌক্তিক রূপ ব্যাপ্যতাসহ দিতে হবে-

১. কেহই সর্বদা সুখী নয়।
২. কয়েকজন ছাড়া সবাই হাজত খেটেছিল।
৩. শুধুমাত্র সৎ লোকেরাই বিশ্বাসী।
৪. খেঁকী কুকুর কদাচিৎ কামড়ায়।
৫. কেবল সাহসী লোকেরাই যোদ্ধা।
৬. কবিরা প্রায়ই দার্শনিক হয়।
৭. প্রতিটি রোগ মারাত্মক নয়।
৮. প্লেটো একজন দার্শনিক ছিলেন।
৯. ভয়ানক ছিল গন্ডগোলটি।
১০. লোকটি পুরস্কার দাবী করে না।
১১. সে গরিব।
১২. প্রতিটি আম মিষ্টি নয়।
১৩. যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।
১৪. ধনী লোকেরা সম্পূর্ণরূপে সুখী নয়।
১৫. অনেক লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন।
১৬. রাজহাঁস সাধারণত সাদা।
১৭. শিশুরা প্রায়ই চঞ্চল।
১৮. মানুষ কখনই নিখুঁত নয়।
১৯. একটি ধাতু তরল।
২০ ইহা সস্তা।

# পাঠ ৫

## যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা (Distribution of Terms)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- যুক্তিবাক্যে পদের ব্যাপ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- পদের ব্যাপকতার নিয়ম সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৬.৫.১ পদের ব্যাপ্যতা বলতে আমরা বুঝি পদের ব্যাপকতা বা প্রসারতা। কোন যুক্তিবাক্য ব্যবহৃত হবার পর একটি পদ যে পরিমাণ ব্যক্তর্থ নির্দেশ করে তার দ্বারাই সে পদের ব্যাপকতা নির্ণীত হয়। একটি পদ কোন সময় তার সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থ নির্দেশ করতে পারে। আবার কোন সময় আংশিক ব্যক্তর্থ নির্দেশ করতে পারে। যদি কোন যুক্তিবাক্যে একটি পদকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পদটি যদি তার সমগ্র ব্যক্তর্থকে প্রকাশ করে, তাহলে পদটিকে ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত) পদ বলে। যেমন- 'সব মানুষ হয় দ্বিপদ'। এই যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য কেননা এখানে মানুষ বলতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল মানুষকেই বোঝানো হয়েছে। একজন মানুষও এই পদের আওতা থেকে বাদ পড়ছে না। আবার 'কোন গরু নয় দ্বিপদ।' এই যুক্তিবাক্যে 'গরু' পদটি ব্যাপ্য। কেননা পদটি দ্বারা সমগ্র গরু শ্রেণীকেই বোঝানো হচ্ছে। এখানে দুনিয়ার সকল গরু সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে যদি কোন যুক্তিবাক্যে একটি পদকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ পদটি যদি তার সমগ্র ব্যক্তর্থকে না বুঝিয়ে শুধু অংশ বিশেষকে বোঝায়, তাহলে পদটি অব্যাপ্য (অব্যাপ্ত) বলা যায়। যেমন, 'কিছু ছাত্র হয় নম্র'এই যুক্তিবাক্যে 'ছাত্র' পদটি দ্বারা ছাত্র সমাজের একটি অংশকে বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং পদটি অব্যাপ্য অনুরূপভাবে,'কিছু মানুষ নয় ধার্মিক'। এই যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি অব্যাপ্য কেননা পদটি দ্বারা মানুষের আংশিক ব্যক্তর্থকে বোঝানো হচ্ছে। এখানে মানুষের একটি অংশ সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়েছে।

**৬.৫.২: ব্যাপ্যতার নিয়ম:**

পদের ব্যাপ্যতার দুটি নিয়ম প্রচলিত আছে। যথা-

১. সার্বিক যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ সব সময়েই ব্যাপ্য, কিন্তু বিশেষ যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদ সব সময়েই অব্যাপ্য।

২. নঞর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ সব সময়েই ব্যাপ্য, কিন্তু সদর্থক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ সব সময়েই অব্যাপ্য। এখন দেখা যাক ব্যাপ্যতার এই নিয়ম দুটি চার প্রকার যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে কি ফল পাওয়া যায়।

A- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি ব্যাপ্য। কিন্তু বিধেয় পদটি অব্যাপ্য।

E- যুক্তিবাক্যেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য।

I- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য।

0 - যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য পদটি অব্যাপ্য, কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য।

এবার বিষয়গুলোকে পৃথকভাবে পরীক্ষা করে দেখা যাক -

A- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাপ্য, কিন্তু বিধেয় পদটি অব্যাপ্য। যেমন,'সকল মানুষ হয় মরণশীল'। এই যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ বলতে দুনিয়ার সব মানুষকেই ইঙ্গিত করা হচ্ছে। কাজেই বাক্যটিতে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য হয়েছে। কিন্তু বিধেয় 'মরণশীল' পদটিকে সামগ্রিক অর্থে গ্রহণ করা হয়নি। মরণশীল পদের আংশিক ব্যক্তর্থকে মানুষের বেলায় স্বীকার করা হয়েছে। কারণ মরণশীল জীবের সবাই মানুষ নয়। মানুষ ছাড়াও অনেক মরণশীল জীব আছে। মরণশীল জীবের ব্যক্তর্থ খুবই ব্যাপক। এর একটি অংশকেই শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে। উপরের উদাহরণের বিধেয় 'মরণশীল'পদটি অব্যাপ্য।

যুক্তিবাক্য:-

E- যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য। যেমন, 'কোন মানুষ নয় অমর'। এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'মানুষ' পদটিকে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে মানুষ বলতে দুনিয়ার সব মানুষকেই বোঝানো হয়েছে। কাজেই এই যুক্তিবাক্যে 'মানুষ' পদটি ব্যাপ্য। আবার 'অমর' পদটিকেও সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অমর পদের সম্পুর্ণ ব্যক্ত্যর্থকেই মানুষ জাতির ক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষ ও অমর জীবের মধ্যে আসলে কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই এই যুক্তিবাক্যে 'অমর' পদটিও ব্যাপ্য।

I- যুক্তিবাক্য:

I- যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই অব্যাপ্য। যেমন- 'কিছু গরু হয় সাদা'। এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য গরু ' পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে গরু শ্রেণীর একটি অংশের উপর একটি বক্তব্য আরোপ করা হচ্ছে। কাজেই উদ্দেশ্য ' গরু ' পদটি অব্যাপ্য। আবার বিধেয় 'সাদা' পদটিকেও আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সাদা পদটির আংশিক ব্যক্তর্থ গরু শ্রেণীর একটি অংশের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কেননা সাদা বস্তুর সবই গরু নয়। গরু ছাড়াও আরও অনেক সাদা বস্তু আছে। সাদা পদের ব্যক্তর্থ খুবই ব্যাপক। এর একটি অংশকেই শুধু গরুর ক্ষেত্রে স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই বিধেয় 'সাদা' পদটিও অব্যাপ্য।

**O-যুক্তিবাক্য:** যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য পদটি অব্যাপ্য কিন্তু বিধেয় পদটি ব্যাপ্য। যেমন, 'কিছু ছাত্র নয় মেধাবী। এই যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদটিকে আংশিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ছাত্র শ্রেণীর একটি অংশ সম্পর্কে একটি কথাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্য 'ছাত্র' পদটি অব্যাপ্য। কিন্তু বিধেয় 'মেধাবী' পদটিকে এ যুক্তিবাক্যে সামগ্রিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মেধাবী পদের সম্পূর্ণ ব্যক্তর্থকেই ছাত্র শ্রেণীর একটি অংশ সম্পর্কে অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই উপরোক্ত যুক্তিবাক্যে বিধেয় 'মেধাবী' পদটি ব্যাপ্য।

**সারসংক্ষেপ**

পদের দুটি দিক থাকে। তাহলে পদের ব্যক্তর্থ ও জাত্যর্থ। পদের ব্যক্তর্থকে সুনির্দিষ্টরূপে নির্দেশ করার প্রয়োজনে পদের ব্যাপকতা সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন যুক্তিবাক্যে যখন কোন পদ এর পূর্ণ ব্যক্তর্থের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে ব্যাপ্য পদ বলে। বিপরীতক্রমে যখন কোন পদের আংশিক ব্যক্তর্থ প্রকাশিত হয়, তখন তাকে অব্যাপ্য পদ বলে। প্রকৃতপক্ষে, যুক্তিবিদ্যার অংশ হিসাবে কেবল পদের ব্যাপ্যতার কথা উঠে। কাজেই A, E, I, O এই চার শ্রেণীর যুক্তিবাক্য পরীক্ষা করে দেখা হয় এদের মধ্যে কোন কোন পদ ব্যাপ্য আর কোন কোন পদ অব্যাপ্য। A বাক্যে উদ্দেশ্যপদ ব্যাপ্য। E বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই ব্যাপ্য। I বাক্যে উদ্দেশ্য বিধেয় কোনটি ব্যাপ্য নয়। O বাক্যে বিধেয় ব্যাপ্য।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫**

সঠিক উত্তরে পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় পদই ব্যাপ্য?

ক. E গ. A

খ. I ঘ. O

২. যুক্তি বাক্যে যখন কোন পদ পূর্ণ ব্যক্ত্যর্থের ভিত্তিতে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে-

ক. অব্যাপ্য খ. ব্যাপ্য পদ

গ. আংশিক ব্যাপ্য পদ ঘ. কোনটিই নয়

৩. কোন বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয়ই পদই অব্যাপ্য-

ক. O বাক্য খ. A বাক্য

গ. I বাক্য ঘ. E বাক্য

পাঠ ৬

## যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মসমূহ (Fundamental Principles of Logic)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি-

- যৌক্তিক বাক্যের মৌলিক নিয়মসমূহ জানতে পারবেন।

**৬.৬.১: যুক্তিবিদ্যার মৌলিক নিয়মসমূহ:** যুক্তিবিদ্যার আদর্শ হচ্ছে সত্য উদঘাটন ও সত্য প্রতিষ্ঠা। চিন্তা সত্য আহরণ করতে হলে আমাদের চিন্তা সঠিক বা যথার্থ হতে হবে। চিন্তাসঠিক পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে যুক্তিবিদ্যা চিন্তার কতগুলো সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম অনুসরণ করে। এগুলোকে চিন্তার মৌলিক নিয়ম বলে গণ্য করা হয়। চিন্তার এই স্বত:সিদ্ধ মৌলিক নিয়মগুলোই হচ্ছে যুক্তিবিদ্যার মূল সূত্রাবলী। যুক্তিবিদ্যার মূল সূত্রগুলো কখনো প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। প্রমাণ করা সম্ভবও হয় না। বস্তুত এগুলো নিজে নিজেই প্রমাণিত। তাই মূল সূত্রগুলোকে স্বত:সিদ্ধ বা স্বপ্রমাণিত বলে ধরে নেয়া হয়। এরিস্টটলের মতানুসারে মৌলিক সূত্রগুলো তিন ধরনের। যেমন-

ক. অভিন্নতা বা অভেদ নিয়ম (Law of Identity)
খ. বিরোধ নিয়ম (Law of Contradiction)
গ. মধ্যমরহিত নিয়ম (Law of Exluded Middle)

**ক. অভেদ নিয়ম:**

বিভিন্ন যুক্তিবিদ এই নিয়মটিকে বিভিন্নভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছেন। কফী বলেন "প্রত্যেক জিনিস তার নিজের প্রকৃতির মত"। যুক্তিবিদ ম্যানসেল বলেন,''প্রতিটি বস্তু তার নিজের রূপেই উপলব্ধ হয়।" তিনি আরও বলেন, "প্রতিটি জিনিস যে জিনিস ঠিক তাই"। অভেদ নিয়মের সবচেয়ে সহজ প্রকাশ হচ্ছে-'ক = ক, অর্থাৎ 'ক' সব সময়েই ক, খ বা গ নয়। কাজেই বলা যায়, 'মানুষ মানুষই , ছাগল বা গরু নয়, কিংবা 'সক্রেটিস' সক্রেটিস প্লেটো বা এরিস্টটল নয়,। সুতরাং অভেদ নিয়ম অনুযায়ী ও বিশ্বে প্রতিটি জিনিস তার নিজের সাথে একও অভিন্ন। এমনকি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও প্রতিটি জিনিস তার অভিন্ন স্বরূপ অপরিবর্তিত রাখে। যুক্তিবিদ্যায় এই নিয়মের তাৎপর্য হলো, কোন যুক্তি বা অনুমানে কোন পদ বা বাক্য যে অর্থে একবার তা ব্যবহার করতে হবে, এর কোন পরিবর্তন করা যাবেনা। এই প্রসঙ্গে কার্ভেদ রীড বলেন "এক পদ একবার কোন নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করতে হবে"। আর যুক্তিবিদ পি. কে. রায় বলেন,"অবরোহ যুক্তিবিদ্যায় যে আশ্রয় বাক্য নিয়ে একবার আলোচনা শুরু করা হয় আলোচনা প্রসঙ্গে সে বাক্য কিছুতেই পরিবর্তন করা যাবেনা"। অর্থাৎ অভেদ নিয়ম চিন্তার অভিন্নতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

**খ. বিরোধ নিয়মঃ**

যুক্তিবিদগণ বিরোধ নিয়মটিকে একটু অন্যভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। যেমন- এরিস্টটল বলেন,একটি জিনিসের মধ্যে একসাথে একই গুণ স্বীকার বা অস্বীকার করা যায় না। আবার যুক্তিবিদ জেভেন্স মনে করেন,"কোন জিনিস একই সাথে আছে এবং নেই এর দুই-ই হতে পারে না। আর যুক্তিবিদ ব্র্যাডলী এর মতে "একই অবধারণকে একই সঙ্গে স্বীকার এবং অস্বীকার করা যাবেনা"। সাংকেতিক প্রক্রিয়ায় এ নিয়ম প্রকাশ করে বলা যায় ক একই সময়ে খ এবং অ-খ হতে পারে না। কাজেই এ নিয়ম অনুসারে বলতে হয় যে একটি মানুষ একই সাথে সৎ এবং নয় সৎ হতে পারেনা। হয় 'মানুষটি সৎ' হবে অথবা 'মানুষটি নয় সৎ' হবে। যুক্তি কিংবা এই নিয়মের তাৎপর্য হলো, একটি যুক্তিবাক্য একই সঙ্গে সত্য এবং অসত্য হতে পারেনা। অর্থাৎ একটি যুক্তিবাক্য স্বীকার করা হলে এর বিরুদ্ধ যুক্তিবাক্যকে অস্বীকার করতে হবে। যুক্তিবিদ মিল বলেন, "কোন বিবৃতির স্বীকৃতি এবং তার বিরুদ্ধ বিবৃতির অস্বীকৃতি একই যৌক্তিক মানসম্পন্ন"। কাজেই বিরোধ নিয়ম একই বিষয় সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী চিন্তার ক্ষেত্রে সতর্কতার নীতি হিসাবে কাজ করে।

**গ. মধ্যমরহিত নিয়মঃ**

এ নিয়মটিকে বিভিন্ন যুক্তিবিদ বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেন। যেমন যুক্তিবিদ জেভন্স বলেন,"প্রত্যেক জিনিস হয় আছে অথবা নেই।" আবার হ্যামিলটন বলেন ,"পরস্পর বিরোধী গুণসমূহের মধ্য থেকে শুধু একটিমাত্র গুণকে কোন বস্তু সম্পর্কে স্বীকার করা যেতে পারে এবং এভাবে নিশ্চিতরূপে একটি গুণকে স্বীকার করা হলে অন্য গুণটি অস্বীকৃত হয়ে যায়। আবার ইউবারওয়েস বলেন,"একই অর্থবিশিষ্ট কোন প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না-এরূপ উভয়মুখী জবাব দেয়া যেতে পারেনা"। মধ্যমরহিত নিয়মকে সবচাইতে সহজভাবে প্রকাশ করে ওয়েল্টন বলেন,'ক হয় খ অথবা নয়-খ।' অর্থাৎ ক নামের বস্তুটি হয় খ গুণবিশিষ্টে অথবা নয় খ গুণবিশিষ্ট কাজেই এই নিয়ম অনুসারে বলতে হয় একজন মানুষ সৎ না হলে সে নিশ্চয় নয় সৎ (বা অসৎ) হবে এবং সে নয়-সৎ হলে সে নিশ্চয় সৎ হবে। অর্থাৎ মানুষটি এ দুটি পরস্পর বিরোধী গুণের মধ্যে একটির অধিকারী হবে। আসলে মধ্যমরহিত নিয়ম হল বিরুদ্ধতার নিয়মের রূপান্তর। কেননা, বিরুদ্ধতার নিয়ম অনুসারে পরস্পর বিরোধী দুটি বৈশিষ্ট্য একই সময়ে একই বিষয় সম্পর্কে সত্য হতে পারে না। আর মধ্যম রহিত নিয়মে এ বক্তব্যটিকে ভিন্ন আকারে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য একই সময়ে একই বিষয় সম্পর্কে মিথ্যা হতে পারেনা। মধ্যম রহিত নিয়ম যেহেতু বিরুদ্ধতার নিয়মের অনুসিদ্ধান্ত মাত্র। সেহেতু একে কোন মৌলিক নিয়ম হিসেবে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

**পর্যাপ্ত হেতু নিয়মঃ** এ নিয়মটি লাইব্‌নিজ উদ্ভাবন করেন। পর্যাপ্ত হেতু নিয়ম অনুসারে যার অস্তিত্ব রয়েছে তার পর্যাপ্ত কারণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে লাইবনিজ বলেন, "যা অস্তিত্বশীল বা যা সত্য, তার নিশ্চয়ই যথার্থ বা পর্যাপ্ত কারণ আছে। আর এ বস্তু বা বাক্য এমন হবার পর্যাপ্ত কারণ আছে"। এ বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে যে দুটি বক্তব্য পাওয়া যায় তা হলো ঃ

১. প্রয়োজনীয় আশ্রয়বাক্য ছাড়া কোন সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারেনা। প্রত্যেক সত্য সিদ্ধান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্য আশ্রয়বাক্য থেকে নিঃসৃত হয়।

২. প্রকৃতিতে কারণ ছাড়া কোন কার্য ঘটে না। যে ঘটনা ঘটে, তার যথার্থ কারণ থাকে। এ নিয়ম কার্য কারণ সম্পর্কের এবং বস্তুগত যুক্তির ভিত্তি। অতএব দেখা যাচ্ছে, পর্যাপ্ত কারণিক তত্ত্ব অবরোহ ও অরোহ যুক্তির ভিত্তি।

**সারসংক্ষেপ**

যুক্তিবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হল সত্য প্রতিষ্ঠা। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তিবিদ্যাকে এগোতে হয় সঠিক তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে। সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া সম্ভব সঠিক চিন্তার ভিত্তিতে। অবরোহ যেসব নীতির ভিত্তিতে সঠিক হতে পারে এবং যেসব নীতি লঙ্ঘন করলে অযথার্থ হতে পারে সেগুলিকে চিন্তার মূল নীতি বা মৌলিক নীতিপথ বলে বিবেচনা করা হয়। যে কোন আকারগত চিন্তার ভিত্তি রূপে এদের গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে এগুলি স্বতঃসিদ্ধ। তবে এসব নীতি কোন বাস্তব বিষয় ভিত্তিক নয় বলে এগুলি বিমূর্ত। এরিস্টটলের মতানুসারে চিন্তার মৌলিক সূত্রগুলি তিন ধরনের। যেমন অভিন্নতার নিয়ম, বিরুদ্ধতার নিয়ম এবং মধ্যমরহিত নিয়ম।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬**

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. যুক্তিবাক্যের মৌলিক সূত্র কয়টি?

ক. একটি খ. দুইটি

গ. তিনটি ঘ. চারটি

২. 'বিশ্বের প্রতিটি জিনিস তার নিজের সাথে অভিন্ন' কোন নিয়মের বৈশিষ্ট্য?

ক. অভিন্নতা নিয়ম খ. বিরোধ নিয়ম গ. মধ্যমরহিত নিয়ম

৩. পর্যাপ্ত হেতু নিয়ম কে উদ্ভাবন করেন?

ক. কফি খ. ব্র্যাডলী গ. লাইবনিজ।

পাঠ ৭

# যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা (Opposition of Proposition)

**উদ্দেশ্য:** এই পাঠ শেষে আপনি

- যুক্তিবাক্যে বিরোধিতার সংজ্ঞা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিরোধিতার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিরোধ চতুষ্কোণ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

## ৬.৭.১: বিরোধিতার সংজ্ঞা (Definition of Opposition of Proposition):

সাধারণভাবে, যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা বলতে কোন সদর্থক বাক্য এবং তারই অনুরূপ কোন নঞর্থক বাক্যের মধ্যকার সম্বন্ধকে বুঝায়। তবে এক্ষেত্রে বাক্যকে শুধু গুণের দিক থেকে বিচার করে একথা বলা হয়। কাজেই একইভাবে পরিমাণ অনুসারেও সার্বিক বাক্য ও বিশেষ বাক্যের মধ্যকার সম্বন্ধও যুক্তিবাক্যের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং গুণ ও পরিমাণের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ A.E.I.O-এই চার শ্রেণীর যুক্তিবাক্যের যে কোন দুটি শ্রেণীর একটি যুগলের মধ্যে যে সম্বন্ধের উদ্ভব ঘটে তাই যুক্তিবিদ্যায় 'বাক্যের বিরোধিতা' বলে গণ্য হয়।

বিরোধিতার সংজ্ঞা দিতে যেয়ে যোসেফ বলেন," একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্বলিত যুক্তিবাক্যসমূহ পরিমাণ বা গুণ কিংবা উভয় দিক থেকে পার্থক্য সৃষ্টি করলে তাদেরকে একে অন্যের বিরোধী বলতে হবে"। সুতরাং যোসেফের সংজ্ঞা ও বিরোধিতার প্রকৃতি অনুসারে বলা যায় যে, দুটি যুক্তিবাক্যের একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি বাক্য দুটি গুণের দিক থেকে বা শুধু পরিমাণের দিক থেকে, অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই ভিন্ন হয়, তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বাক্যের বিরোধিতা বলে। অর্থাঃ A.E.I.O- এই চার শ্রেণীর বাক্যের মধ্যে যে কোন দুটি শ্রেণীর দুটি বাহুকে পরস্পর বিরোধী বলা যায়। যদি তাদের উদ্দেশ্যও বিধেয় একই রকম হওয়া সত্ত্বেও তাদের গুণ বা পরিমাণ অথবা দুই-ই ভিন্ন হয়। এটাকেই যুক্তিবিদ্যাসম্মত যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা বলে।

৬.৭.২. যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা মোট চার প্রকার হতে পারে, যথা- ক. অসম বিরোধিতা খ. বিপরীত বিরোধিতা গ. অধীন বিপরীত বিরোধিতা এবং ঘ. বিরুদ্ধ বিরোধিতা।

**ক. অসম-বিরোধিতা (Sub-altern Opposition):**

দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য একই বিধেয় এবং একই গুণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকে, তাহলে বাক্য দুটির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অসম বিরোধিতা বলে। অসম বিরোধিতা একটি সার্বিক যুক্তিবাক্য ও তার অনুরূপ একটি বিশেষ যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। অর্থাৎ A এবং I যুক্তিবাক্যের মধ্যে এবং E এবং O যুক্তিবাক্যের মধ্যে এরূপ বিরোধিতা থাকে। যেমন- সকল মানুষ হয় দ্বিপদ-A বাক্য।
কিছু মানুষ হয় দ্বিপদ-I বাক্য।

এই যুক্তিবাক্যের দুটির মধ্যে একই উদ্দেশ্য 'মানুষ' এবং একই বিধেয় 'দ্বিপদ' রয়েছে আবার যুক্তিবাক্য দুটির গুণও এক। অর্থাৎ উভয়ই সদর্থক। কিন্তু যুক্তিবাক্য দুটি পরিমাণের দিক দিয়ে পৃথক। এদের একটি সার্বিক এবং অন্যটি বিশেষ। সুতরাং এদের মধ্যকার বিরোধিতা হলো অসম বিরোধিতা। আবার

কোন মানুষ নয় অমর। E বাক্য।

কিছু মানুষ নয় অমর। O বাক্য।

এ দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যেও একই উদ্দেশ্য একই বিধেয় এবং একই গুণ আছে। কিন্তু যুক্তিবাক্য দুটি পরিমাণের দিক দিয়ে পৃথক। এদের একটি সার্বিক এবং অপরটি বিশেষ সুতরাং এদের মধ্যকার বিরোধিতা হচ্ছে অসম বিরোধিতা।

**খ. বিপরীত বিরোধিতা (Contrary Opposition):**

দুটি সার্বিক যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের দিক দিয়ে পার্থক্য থাকে তাহলে বাক্য দুটির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে বিপরীত বিরোধিতা বলে। বিপরীত বিরোধিতা একটি সার্বিক সদর্থক এবং একটি সার্বিক নঞর্থক যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। সেই হিসেবে আমরা A এবং E যুক্তিবাক্যের মধ্যে এ ধরনের সম্পর্ক পাই। যেমন-

সকল গরু হয় চতুষ্পদ। A বাক্য।

কোন গরু নয় চতুষ্পদ। E বাক্য।

এ দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য 'গরু' এবং একই বিধেয় 'চতুষ্পদ'' আছে। এদের পরিমানও এক অর্থাৎ উভয়ই সার্বিক। কিন্তু যুক্তিবাক্য দুটি গুণের দিক দিয়ে পৃথক। এদের একটি সদর্থক এবং অন্যটি নঞর্থক। সুতরাং এদের মধ্যে বিরোধিতা হচ্ছে বিপরীত বিরোধিতা।

**গ. অধীনবিপরীত বিরোধিতা (Sub-Contray Opposition):**

দুটি বিশেষ যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে শুধুমাত্র গুণের দিক থেকে পার্থক্য থাকে তাহলে যুক্তিবাক্য দুটির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ককে অধীন বিপরীত বিরোধিতা বলে। অধীন বিপরীত বিরোধিতা একটি বিশেষ সদর্থক ও একটি বিশেষ নঞর্থক যুক্তিবাক্যের মধ্যে অর্থাৎ I এবং O যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। যেমন- কিছু মানুষ হয় শিক্ষিত। I বাক্য কিছু মানুষ নয় শিক্ষিত। O বাক্য এ দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান। যেমন- কিছু মানুষ হয় শিক্ষিত। I বাক্য কিছু মানুষ নয় শিক্ষিত। O বাক্য।

এদুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য 'মানুষ' এবং একই বিধেয় 'শিক্ষিত' রয়েছে। এদের পরিমাণও এক। অর্থাৎ উভয়েই বিশেষ। কিন্তু যুক্তিবাক্য দুটি গুণের দিক দিয়ে পৃথক। যুক্তিবাক্য দুটি গুণের দিক দিয়ে পৃথক। এদের একটি সদর্থক এবং অন্যটি নঞর্থক। সুতরাং এদের মধ্যে বিরোধিতা হলো, অধীনবিপরীত বিরোধিতা।

**ঘ. বিরুদ্ধ বিরোধিতা (Contradictory Opposition):**

দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে একই উদ্দেশ্য এবং একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও যদি তাদের মধ্যে গুণ ও পরিমান উভয়দিক দিয়েই পার্থক্য থাকে, তাহলে দুটির পারস্পরিক সম্পর্ককে বিরুদ্ধ বিরোধিতা বলে। বিরুদ্ধ বিরোধিতা একটি সার্বিক সদর্থক এবং একটি বিশেষ নঞর্থক এবং একটি বিশেষ সদর্থক যুক্তিবাক্যের মধ্যে বর্তমান অর্থাৎ A এবং O যুক্তিবাক্যের মধ্যে অথবা E এবং I যুক্তিবাক্যের মধ্যে এরূপ বিরোধিতা থাকে। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল। A বাক্য

কিছু মানুষ নয় মরণশীল। O বাক্য
কোন মানুষ নয় নিখুঁত। E বাক্য
কিছু মানুষ হয় নিখুঁত। I বাক্য

উপরোক্ত দুই জোড়া যুক্তিবাক্যের ক্ষেত্রেই একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় অছে। কিন্তু এদের অব্যবস্থা, গুণ ও পরিমান উভয় দিক দিয়েই পৃথক। এদের একটি সার্বিক এবং অপরটি বিশেষ। আবার একটি সদর্থক ও অপরটি নঞর্থক। সুতরাং দুই জোড়া যুক্তিবাক্যের মধ্যকার বিরোধিতাই হচ্ছে বিরুদ্ধ বিরোধিতা। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিরুদ্ধ বিরোধিতা একটি খাঁটি বিরোধিতা। কারণ এখানে দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাজেই যুক্তিবাক্য দুটির যে কোন একটি সত্য হলে অন্যটি মিথ্যা হয় এবং একটি মিথ্যা হলে অন্যটি সত্য হয়, দুটি বাক্যই একসাথে সত্য বা একসাথে মিথ্যা হতে পারেনা। কিন্তু অন্যান্য বিরোধিতাগুলি খাঁটি বিরোধিতা নয়, কেননা সেগুলোতে হয় শুধু গুণের দিক দিয়ে, না হয় শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। সমবিরোধিতা কি প্রকৃত বিরোধিতা? এ নিয়ে যুক্তিবিদদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল অসম বিরোধিতাকে প্রকৃত বিরেধিতা বলে স্বীকার করেন না। কারণ অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে দুটি যুক্তি যা একসাথে সত্য বলে প্রতিপন্ন হতে পারে। যেমন-

সকল মানুষ হয় মরণশীল। A বাক্য
কিছু মানুষ হয় মরণশীল। I বাক্য

এ দুটি যুক্তিবাক্যই একসাথে সত্য। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে অসম বিরোধিতাকে একটি সত্যিকারের বিরোধিতা বলে গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু আমরা জানি, যুক্তিবিদ্যায় বিরোধিতা কথাটিকে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধু গুণের দিক দিয়ে অথবা শুধু পরিমাণের দিক দিয়ে অথবা গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক দিয়েই পার্থক্য থাকলে তাদেরকে পরস্পর বিরোধী যুক্তিবাক্য বলে। অসম বিরোধিতার ক্ষেত্রে দুটি যুক্তিবাক্যের মধ্যে শুধুমাত্র পরিমাণের দিক দিয়ে পার্থক্য বিদ্যমান। যেহেতু পরিমাণগত পার্থক্য যুক্তিবিদ্যার পার্থক্য বলে বিবেচিত সেহেতু অসম বিরোধিতাকে খাঁটি না বললেও এক প্রকারের বিরোধিতা বলে গ্রহণ করা যায়। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে অসম বিরোধিতার মধ্যে কিছুটা বিরোধিতার ভাব লক্ষ করা যায়। যেমন-
সকল মানুষ হয় ধনী। A বাক্য
কিছু মানুষ হয় ধনী। I বাক্য
এ দুটি যুক্তিবাক্যের প্রথমটি মিথ্যা কিন্তু পরেরটি সত্য। দুটি যুক্তিবাক্যই একসাথে সত্য বা একসাথে মিথ্যা নয়। সুতরাং অসম বিরোধিতাকে বিরোধিতা বলে গ্রহণ করার পক্ষে কোন বাধা নেই। তবে এরূপ বিরোধিতা খাঁটি বিরোধিতা নয়।

### ৭.৩ বিরোধ চতুষ্কোণঃ

বিরোধ চতুষ্কোণ বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধের বা বিরোধিতার প্রতিবেদক একটি ছক। প্রচলিত চতুষ্কোণটি থেকে এরিস্টটল কোন কোন দিক থেকে ভিন্ন ধরণের চতুষ্কোণ উদ্ভাবন করেন। এরিস্টলের চতুষ্কোণটি মাত্র দু'শ্রেণীর বিরোধিতার প্রতিবেদন করে। যথা- বিপরীত বিরোধীতাও প্রতিবেদন করে। কারণ, তিনি মনে করেন, দুটি অধীন বিপরীত বাক্য কিংবা দুটি অসম বিরোধী বাক্য যুগপৎ সত্য অথবা মিথ্যা হতে পারে।

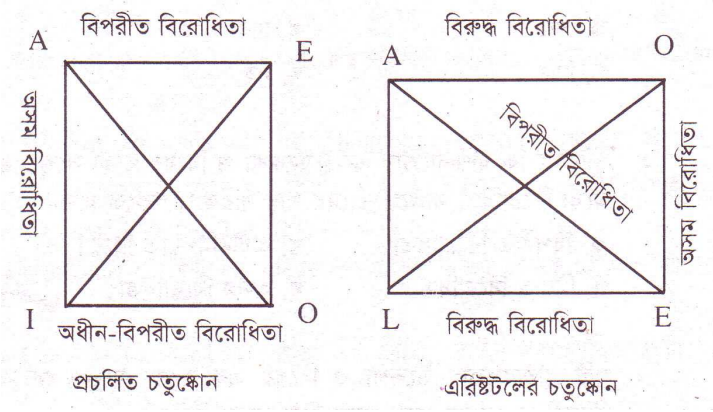


প্রচলিত বিরোধ চতুষ্কোণের কর্ণ দুটি বিরুদ্ধ বিরোধিতার প্রতিবেদন করে এবং বাহুগুলো বিপরীত বিরোধিতা অধীন বিপরীত বিরোধিতা এবং অসম বিরোধিতার প্রতিবেদন করে। কিন্তু এরিস্টটলের চতুষ্কোণের কর্ণটা বিপরীত বিরোধিতার প্রতিবেদন করে এবং বাহুগুলো বিরুদ্ধ বিরোধিতার প্রতিবেদন করে।

**সারসংক্ষেপ**

যদি দুটি যুক্তিবাক্যের একই উদ্দেশ্য ও একই বিধেয় থাকা সত্ত্বেও এরা গুণের বা শুধু পরিমাণের দিক থেকে কিংবা গুণ ও পরিমাণ উভয় দিক থেকেই ভিন্ন হয় তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা বলে। যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা চার প্রকার। যথা: বিপরীত বিরোধিতা, অধীন, বিপরীত বিরোধিতা বিরুদ্ধবিরোধিতা এবং অসম বিরোধিতা।

**পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৭**

সঠিক উত্তরে পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১. যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা কয় প্রকার?

ক. পাঁচ খ. চার

গ. তিন ঘ. দুই

২. দুটি সার্বিক যুক্তিবাক্যের একই উদ্দেশ্য ও বিধেয় থাকা সত্ত্বেও গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে বিরোধিতা থাকলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বলে-

ক. বিপরীত বিরোধিতা খ. অধীনবিপরীত বিরোধিতা

গ. বিরুদ্ধ বিরোধিতা ঘ. অসম বিরোধিতা

৩. দুটি যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় এক হওয়া সত্ত্বেও গুণ ও পরিমাণ উভয় দিকে বিরোধিতা থাকলে তার পারস্পরিক সম্পর্ককে বলে-

ক. অসম বিরোধিতা খ. অধীনবিপরীত বিরোধিতা

গ. বিরুদ্ধ বিরোধিতা ঘ. বিপরীত বিরোধিতা

**সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন**

১. বাক্য ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য দেখাও । ৬.২.১

২. অবধারণ ও যুক্তিবাক্যের পার্থক্য দেখাও। ৬.২.২

৩. সরল বাক্য ব্যাখ্যা কর। ৬.৩.২ (ক)

৪. নিরপেক্ষ ও সাপেক্ষবাক্য বলতে কী বোঝ? ৬.৩.২ এর ঘ(১) (২)

৫. অনিবার্য বাক্য ও বর্ণনামূলক বাক্য ব্যাখ্যা কর। ৬.৩.২ এর ঙ (ক) (খ)

৬. বিশ্লেষক বাক্য বলতে কী বোঝ? ৬.৩.২ এর চ (ক)

৭. সংশ্লেষক বাক্য ব্যাখ্যা কর। ৬.৩.২ এর চ(খ)

৮. পদের ব্যাপ্যতা বলতে কী বোঝ? ৬.৫.১

৯. A বাক্যে কোন কোন পদ ব্যাপ্য আলোচনা কর। ৬.৫.২ (২)

১০. অভিন্নতার নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ৬.৬.১ (ক)

১১. বিরুদ্ধতার নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ৬.৬.১ (খ)

১২. মধ্যমরহিত নিয়ম ব্যাখ্যা কর। ৬.৬.১ (গ)

১৩. যুক্তিবাক্যের বিরোধিতা বলতে কী বুঝ? ৬.৭.১

১৪. অসম বিরোধিতা ব্যাখ্যা কর। ৬.৭.২ (ক)

**রচনামূলক উত্তরের প্রশ্ন ঃ**

১. যুক্তিবাক্য বলতে কী বুঝ? এর গঠন প্রকৃতি আলোচনা কর। ৬.১.১ এবং ৬.১.২

২. যুক্তিবাক্য কী? এর গঠনে সংযোজকের প্রকৃতি ও ভূমিকা আলোচনা কর। ৬.১.১ এবং ৬.১.২ অংশ বিশেষ

৩. যৌগিক বাক্য বলতে কী বোঝ। যৌগিক বাক্যের প্রকারসমূহ আলোচনা কর। ৬.৩.২

৪. যুক্তিবাক্য বলতে কী বোঝ। গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণী বিভাগ আলোচনা কর। ৬.১.১ এবং ৬.৩.২

৫. যুক্তিবাক্যে বলতে কী বোঝ? তাৎপর্য অনুসারে যুক্তিবাক্যের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর। ৬.১.১ এবং ৬.৩ (চ)

৬. যুক্তিবাক্য বলতে কী বোঝ? গুণ এবং পরিমাণ অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারভেদ আলোচনা করা। ৬.১.১ এবং ৬.৩.২ (গ)

৭. যুক্তিবাক্য কী? সম্পর্ক অনুসারে যুক্তিবাক্যের প্রকারসমূহ আলোচনা কর। ৬.১১ এবং ৬.৩

৮. পদের ব্যাপ্যতা বলতে কী বোঝ? A.E.I.O বাক্যে কোন কোন পদ ব্যাপ্য আলোচনা কর। ৬.৫.১ এবং ৬.৫.২

৯. যুক্তিবিদ্যার মৌলিক সূত্র বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকার মৌলিক সূত্র আলোচনা কর। ৬.৬.১।

১০. যুক্তি বাক্যের বিরোধিতা বলতে কী বোঝ? বিভিন্ন প্রকার বিরোধিতা আলোচনা কর। ৬.৭.১ এবং ৬.৭.২

**বাক্যকে যুক্তিবাক্যে রূপান্তরের উত্তরমালা :**

১. কিছু মানুষ নয় সুখী। O বাক্য

২. কিছু লোক হয় তারা যারা হাজতে খেটেছিল। I বাক্য

৩. সকল বিশ্বাসী লোক হয় সৎ। A বাক্য

৪. কিছু খেঁকী কুকুর নয় তারা যারা কামড়ায়। O বাক্য

৫. সকল যোদ্ধা হয় সাহসী। A বাক্য

৬. কিছু কবি হয় দার্শনিক। I বাক্য

৭. কিছু রোগ নয় মারাত্বক। O বাক্য

৮. প্লেটো হন একজন ব্যক্তি যিনি দার্শনিক ছিলেন। A বাক্য

৯. গোন্ডগোলটি হয় এমন যা ভয়ানক ছিল। A বাক্য

১০. লোকটি নয় সে যে পুরস্কার দাবী করে। E বাক্য

১১. সে হয় গরীব। A বাক্য

১২. কিছু আম নয় মিষ্টি। O বাক্য

১৩. কিছু চকচকে জিনিস নয় সাদা। O বাক্য

১৪. কিছু ধনী লোক নয় সুখী। O বাক্য

১৫. কিছু লোক হয় তারা যারা সভায় উপস্থিত ছিলেন। I বাক্য

১৬. কিছু রাজহাঁস হয় সাদা। I বাক্য

১৭. কিছু শিশু হয় চঞ্চল। I বাক্য

১৮. কোন মানুষ নয় নিখুঁত। E বাক্য

১৯. কিছু ধাতু হয় তরল। I বাক্য

২০. জিনিস হয় সস্তা। A বাক্য

**উত্তরমালা:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১: | ১. গ | ২. ক | ৩. ঘ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২: | ১. ক | ২. ঘ | ৩. খ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩: | ১. খ | ২. ক | ৩. ঘ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪: | ১. ক | ২. খ | ৩. গ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫: | ১. গ | ২. ক | ৩. গ |
| পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬: | ১. খ | ২. খ | ৩. গ |